Subjective Idealism
(আত্মগত ভাববাদ)

ভাববাদ : জ্ঞান সম্পর্কীয় আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হল 'জ্ঞেয়' বা যাকে জানা যায়, জ্ঞেয় বিষয়কেই বস্তু আখ্যা দেওয়া হয়। এই বস্তুকে কেন্দ্র করে দর্শনের ইতিহাসে দুটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। যথা – ভাববাদ ও বস্তুবাদ।

ভাববাদ কী? যে মতবাদে বাহ্যবস্তুর মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না বরং বলা হয় যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সর্বদা জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ অর্থাৎ বাহ্যবস্তু স্বরূপতঃ মানসিক বা আধ্যাত্মিক তাকেই ভাববাদ বলে। বার্কলে, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভাববাদের প্রচারক।

Subjective idealism বা আত্মগত ভাববাদ:=>

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ। আত্মগত ভাববাদের মূল বক্তব্য হল, যে সমস্ত বস্তুবিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি আসলে সেই সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভর করে। জড়বস্তু আসলে কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টি।

বার্কলে বললেন সমস্ত পদার্থ দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় – মন ও তার ধারণা, বার্কলীয় দর্শনের মূল বক্তব্য হল অনুভব ছাড়া কোন জ্ঞান হয় না। এর জন্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবের বা চেতনার উপর নির্ভরশীল।

জন লকের দার্শনিক মতবাদের সূত্র ধরে বার্কলে তাঁর আত্মগত ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেন, লকের মতে দ্রব্য হল কতকগুলি গুণের সমষ্টি। তাদের মধ্যে, কতকগুলি হল মুখ্য গুণ, সেগুলি দ্রব্যের মধ্যেই থাকে যাদের মন নিরপেক্ষ সত্তা রয়েছে। আর কতকগুলি হল গৌণ গুণ, সেগুলির অস্তিত্ব দ্রব্যে নয় – আমাদের মনে। লক আরও

Scanned by CamScanner

বললেন, আমরা সোজাসুজি যা জানি তা হল আমাদের মনের ধারণা। অথচ জ্ঞেয় বস্তুকে আমরা জানি পরোক্ষে, ধারণার মাধ্যমে।

বার্কলে বললেন আমরা যদি সোজাসুজি মনে ধারণাকেই জানতে পারি তাহলে ধারণার অন্তরালে তার আশ্রয় হিসাবে কোন বস্তু আছে এমন কথা বলার কোন কারণ নেই। সুতরাং মন ও মনের ধারণার বাইরে কোনও বস্তুকে স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। জড় দ্রব্যের কোনও অস্তিত্ব নেই।*

বার্কলে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করে বলেছেন - দ্রব্য প্রত্যক্ষের বিষয় নয় এবং যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে বার্কলের যুক্তি হল —

(i) মুখ্য গুণ যেমন বিস্তৃতি, গতি, ঘনত্ব, স্থিরতা প্রভৃতি আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করলেও এগুলিও মনের ধারণা। সুতরাং এই গুলিও গৌণ গুণ গুলির মতো মন-নির্ভর।

(ii) আমরা যখন কোন কিছুর বিস্তৃতি প্রত্যক্ষ করি তখন বস্তুটির রঙটিও প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং রঙ মনের ধারণা হলে বিস্তৃতিও মনের ধারণা।

(iii) গৌণ গুণের মতো মুখ্য গুণ গুলিও মনের ধারণা, যেমন- একটি খাবার কারও কাছে সুস্বাদু আবার কারও কাছে বিস্বাদ লাগে, একইবস্তু কারও কাছে ভারী কারও কাছে হাল্কা মনে হয়। এই সকল যুক্তির মাধ্যমে বার্কলে দেখালেন যে, বস্তু কেবল গুলি গুণের সমষ্টি।

বার্কলে তাঁর পরবর্তী রচনায় ঈশ্বরের ধারণার মাধ্যমে বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি না তখন তা ঈশ্বরের ধারণারূপে থাকে। এই চেতন সত্তার দ্বারাই জড়বস্তুগুলি অস্তিত্বশীল হয়।

Scanned by CamScanner

Next para

* এই তত্ত্ব থেকে বার্কলে সিদ্ধান্ত করেন- বস্তু হল জ্ঞাততা। এই তত্ত্বকে বার্কলে ~~[illegible]~~ বলেছেন- "Esse est percipi" বা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। যা জ্ঞাত বা অনুভূত তাই অস্তিত্বশীল আর যা জ্ঞাত নয় তার কোন অস্তিত্ব নেই।